

১৭/০৫/৬৮

তারিখ: ১৭/০৫/৬৮
সংখ্যা: ১৭/০৫/৬৮

বিনা নোটিসে ইবি বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন বন্ধ ॥ আন্দোলন শুরু

অবিল পোদ্দার, ইবি থেকে ॥ কোন প্রকার নোটিস ছাড়াই কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দেয়ায় গত বৃহস্পতিবার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে অনুষদের শিক্ষকরা। আজ শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধ না করলে অনুষদের শিক্ষক-কর্মচারীসহ শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেবে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর এম আলীউদ্দিনের নেতৃত্বে ৫ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি উপাচার্যের নিকট জমা দিয়েছে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আকস্মিকভাবে ৬টি বিভাগের ৫২ শিক্ষক ও ৭৩

করতে আসিনি। ১ সাত বছর বেতন পাওয়ার পর হঠাৎ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকদের ওপর কর্তৃপক্ষের বৈরী আচরণকে অনেকেই রাজনৈতিক প্রতিশোধের সঙ্গে তুলনা করছে। বিএনপি আমলে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ফলিত পদার্থ ও কম্পিউটার সায়েন্স খোলার পর থেকে এখানকার জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা বিজ্ঞান অনুষদকে নিয়ে নানা চক্রান্ত করে আসছে। ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন সায়েন্স, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস শুরু হলে জামায়াতপন্থীদের চক্রান্ত প্রকাশ্যে রূপ নেয়। বর্তমান সময়ে উপাচার্য,

ক্লাস-পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোও কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছে। অচিরেই তারা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ হতে বিজ্ঞান অনুষদের যাত্রা শুরুর পর থেকে আজ অবধি শিক্ষক কর্মচারীর বেতন খাত উন্নয়ন ফাউন্ডেই রয়ে গেছে। তাদের বেতন-ভাতার বিষয়টি রেভিনিউ খাতে না যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ কোটি টাকা অধিক ব্যয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতির দরুন কর্তৃপক্ষ তাই বিজ্ঞান অনুষদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের নিয়োগপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেছে, আমাদের নিয়োগপত্রে এমন কোন শর্ত লেখা ছিল না যে, রেভিনিউ খাতে না গেলে বেতন বন্ধ হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা প্রজেক্টের চাকরি

এই অনুষদভুক্ত শিক্ষকদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বলে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে মৌলবাদীদের ভরাটবির সঙ্গাবনা রয়েছে। এদিকে অনুষদের ৩০টি বর্ষের ১২০০ শিক্ষার্থী তাদের অনিচ্ছিত ভবিষ্যত নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, ট্রেজারার প্রফেসর মোশাররফ হোসেনের দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত শিক্ষকদের প্রতি নাখোশ হয়ে তিনি এ কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। তবে উপাচার্য প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান তৎপরতা দেখাচ্ছেন। তিনি মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাত করে বিষয়টির সুরাহা দাবি করেছেন।

ট্রেজারারসহ অপর পাঁচ শীর্ষ কর্মকর্তা জামায়াতমনা হওয়ায় জুলাই মাসের বেতন বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞান অনুষদের বৈধতার প্রশ্ন তুলেছে। জানা গেছে,